# মখমলী ভালোবাসা

| | |
|---|---|
| বই : | মখমলী ভালোবাসা |
| লেখক : | ড. কারীম আশ-শাযিলী |
| ভাষান্তর : | রুকাইয়া মাবরুরা |
| প্রকাশনায় : | রাইয়ান প্রকাশন |

# মধুময় ভালোবাসা

ড. কারীম আশ-শাযিলী

রাইয়ান প্রকাশন

# মখমলী ভালোবাসা

**প্রথম প্রকাশ**
নভেম্বর ২০২১

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

**ইমেইল**
raiyaanprokashon@gmail.com

**মুদ্রণ ও বাঁধাই**
মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

**প্রচ্ছদ**
আবুল ফাতাহ মুন্না
**অঙ্গসজ্জা**
সাবেত চৌধুরী

**মুদ্রিত মূল্য**
৩০০/- টাকা

**Mokhmoli Valobasha**
**Published by : Raiyaan Prokashon**

©
গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনমুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

“ হৃদয় ছাড়া কোনো মানুষের অস্তিত্ব হয় না। হৃদয় মারা গেলে সবাই তাকে পরিত্যাগ করে। কারণ সে তো আর মানুষ নেই। আস্ত একটা কাষ্ঠখন্ড।

“ - হে আল্লাহ! আমাদের এমন ইলম দিন যা আমাদের উপকারে আসবে। এবং আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন।

## উৎসর্গ

১. আমার এই উপহারের নগন্যতা কেউ বিবেচনা করবেন না। ভাববেন না, কতবড় দুঃসাহস! বরং উপহারদাতার হৃদয়টা চেখে দেখুন। আমার অন্তর নিজের চেয়েও যাকে ভালোবাসে—মুহাম্মাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

২. আমার হৃদয়ের গভীর আধাঁরে যিনি জ্বালিয়েছেন দ্বীনের মশাল। জীবনে এনেছেন নিয়ামতের বারিধারা। ফুটিয়েছেন ভালোবাসার প্রভাত। যার দয়া-মায়ায় আমি প্রতিনিয়ত জীবনযাপন করছি। আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জান-মাল সবই যার জন্য; সেই মহামহিম রবের তরে।

৩. মমতাময়ী আম্মিজান ও আব্বুজান।

যাদের আলিফ বা'র পাঠশালায় শেখা আমার সততা আর ত্যাগের জ্ঞান। যারা ভালোবাসার প্রাসাদ নির্মাণে শ্রম দিয়েছেন। ভালোবাসার সংজ্ঞাটা আমি যাদের থেকে শিখেছি তাদের প্রতি আমার ক্ষুদ্র উৎসর্গ।

৪. আফিয়া মা'সূমা।

তোমার একটি সুন্দর ঘর হোক। অনাগত ভবিষ্যৎ হোক ফুল-পাখিদের মতো বাধাহীন, উচ্ছ্বসিত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটুক জান্নাতি সুবাসে। যে রবের জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেই রবও তোমাকে ভালোবাসুন। ভালো রাখুন।

> ভালোবাসা না থাকলে দেখা যেত না দু'ডালের মাঝে প্রেমের অনুরণন। হরিণির প্রতি হরিণের মায়া। জমিনের পিপাসা মেটাতে মেঘেদের কান্না। বসন্তের রঙ দেখে প্রকৃতির মুচকি হাসি। এতকিছুর মাঝে দাম্পত্যের ভালোবাসাই হলো আসল প্রেম।

# সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি.....১৩
অনুবাদকের কলাম.....১৪
ভূমিকা.....১৭

## প্রথম অধ্যায়

আদম-হাওয়ার প্রেম.....২২
দাম্পত্যজীবনঃ উপমাময় এক অধ্যায়.....২৬
ভালোবাসাঃ নীতিহীন ঝর্ণা ধারা.....২৯
পুরুষের স্বভাব.....৩২
নারীর স্বভাব.....৩৪
অসন্তোষ ও কোমল আচরণ.....৩৮
পুরুষ কেন চুপ থাকে.....৪০
কষ্ট না দিয়ে কীভাবে স্বামীর ভুলগুলো ধরে দিব?.....৪২
সমালোচনার আদব.....৪৪
নারীর চপলতা.....৪৫
মেয়েদের কথা বলার ভঙ্গি.....৫০

## দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেমের ভাষা.....৫৪
ভালোবাসা পেতে স্ত্রীকে উৎসাহ দিন.....৫৫
হৃদয়ে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিন.....৫৫
স্বামীকে উৎসাহ দিন। উদ্দীপনা বৃদ্ধি করুন.....৫৭
নিজ কাজের মাধ্যমে পার্টনারকে বুঝিয়ে দিন— আপনার
কাছে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম এবং তাঁর মূল্য অনেক বেশি.....৫৯
দাম্পত্য জীবনে স্বামীর কাছে একটা মেয়ের চাওয়া.....৬১
কথোপকথনের প্রশান্তি ও তর্ক-বিতর্কের অসহিষ্ণুতা.....৬৬
সংলাপের বিষ.....৬৮
সামান্য সুখালাপ উপভোগ্য মুহূর্ত বয়ে আনে.....৭০
আমাদের আলাপন কীভাবে ইতিবাচক হবে.....৭২

হে নারী ..... ৭৪
স্বামী-স্ত্রী পরস্পর প্রশংসার ঝাপি খুলে বসুন..... ৭৭
তার অন্তরের তৃষ্ণা মেটান ..... ৮০
বউয়ের প্রেমে ডুবে থাকো..... ৮২
স্বামীর মন জয় করার পদ্ধতি ..... ৮৬

## তৃতীয় অধ্যায়

উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে পথ চলা বৈবাহিক সমস্যা ..... ৯০
দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বিরোধ ও তার কারণ ..... ৯১
সূচনা কীভাবে হয় ..... ৯৩
জিইয়ে রাখা বিবাদ..... ৯৬
বৈবাহিক সমস্যা সমাধানের কার্যকর কিছু পদক্ষেপ..... ৯৭
দৃষ্টি আকর্ষণ ..... ৯৯
মিথ্যা বলা যখন জায়েজ ..... ১০৩
সমস্যা নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ..... ১০৫
সাংসারিক সমস্যার উপকারিতা ..... ১০৯
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী ..... ১১২
প্রথম পাঠ- প্রেমিকা তার প্রেমিককে বোঝা ও তার কষ্টের সময়..... ১১৩
দ্বিতীয় পাঠ- প্রেমিকের ধৈর্য ..... ১১৭
তৃতীয় পাঠ- নবী নিজে স্ত্রীর কাছে ওজর পেশ করেছেন ..... ১১৯
চতুর্থ পাঠ- নবীজির ঘরে আদালত ..... ১২০
প্রিয়জনদের রাজ্য ..... ১২৪
ও প্রিয়, একটু হাসুন!..... ১২৬
কবিতার ফুলঝুরি..... ১৩০

## চতুর্থ অধ্যায়

পারিবারিক দুঃশ্চিন্তা..... ১৩৫
সম্পদের বিড়ম্বনা ..... ১৩৬
হাজারো কষ্টে স্বচ্ছলতার হাসি মুখে থাকা চায় ..... ১৩৯
আসুন— জীবন আমাদের নিরাশ করার আগেই আমরা সচেতন হই। লোভের নাকে লাগাম টানি..... ১৪১
আমাকে ছেড়ে যেয়ো না ..... ১৪৪

স্ত্রীর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা ..... ১৪৭
হে নারী ..... ১৪৯
অনুপম উপদেশমালা ..... ১৫১
হাত্বাবের স্ত্রীর ভালোবাসার প্রোজ্জ্বল সিতারা ..... ১৫৪
সিদ্দীকে আকবারের কন্যা ও তাঁর স্বামী যুবাইরের গায়রত..... ১৫৫
কীভাবে সংসারকে ঈমানের শক্তিতে সাজিয়ে রাখব ..... ১৫৭
তুমি নরম প্রকৃতির হয়ে যাও, মানুষের কাছে ভালোবাসার
পাত্র হয়ে যাবে ..... ১৬১
সুখি স্বামীর জন্য রবের দেওয়া পথ ..... ১৬৫
গোপনীয় জরুরী অবস্থা ..... ১৭১
বিবাহঃ লক্ষ্য— উদ্দেশ্য এবং নীতি..... ১৭৫
লক্ষ্য— আল্লাহর সন্তুষ্টি ..... ১৭৭
একসাথে কাজ করা..... ১৭৯
ঈমানদার ঘরের আলামত ..... ১৮০
ঘরে যা কিছু ঘটবে সব গোপন রাখতে হবে..... ১৮৩
আগামীকাল ভালোবাসা দিবস ..... ১৮৫
মিলনসম্পর্কীয় পাঠ ..... ১৮৮
প্রেম বিলাপ (স্বামীর অভিযোগ)..... ১৮৯
বালিশের জবানবন্দি ..... ১৯০
বৈবাহিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কী?..... ১৯১
স্ত্রীদের জন্য খুবই জরুরী ..... ১৯৮
পুরুষের জন্য ..... ১৯৯
সংসার সুশোভিত করার সাতটি গোলাপমুকুল ..... ২০০
শোবার ঘরে যে কাজগুলো মোটেও করা যাবে না ..... ২০৫
দাম্পত্যের বিলবোর্ড ..... ২০৭
ডিসপ্লে..... ২১৩
পরিশিষ্ট ..... ২১৬

প্রেমিকদের শহরে প্রবেশের প্রস্তুতি নাও।

# লেখক পরিচিতি

ড. কারীম আশ-শাযিলী। একজন প্রথিতযশা মিসরী সাহিত্যিক। প্রথম বই লিখেছিলেন দু'হাজার পাঁচ সালে— ইলা হাবিবাইনি (মখমলী ভালোবাসা), যেটা বিক্রি হয়েছিল প্রায় অর্ধ মিলিয়ন কপি। বইটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, মালায়, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রায় দশটি ভাষায়।

এরপর থেকে তাঁর কলমে অংকিত হয়েছে মানবিক, পারিবারিক, সামাজিক, দাম্পত্য, আত্ম উন্নয়নমূলক সমস্যার জ্যামিতিক সব সমাধান।

এছাড়া ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ব্লগে রয়েছে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ। লিখেছেন "আদ দুসতূরুল মিসরিয়্যাহ", "আত তাহরীর", ''নিসফুদদুনইয়া" সহ প্রায় অর্ধ ডজন মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায়। মিসর, জর্ডান, সৌদি, ফিলিস্তিন, সুদান সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাগুলোতে পঠিত হচ্ছে লেখকের গবেষণাপত্র।

লেকচার উপস্থাপনাতেও মুন্সিয়ানা প্রভাব লেখকের। বক্তৃতা করেছেন অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের জমায়েতে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডক্টরেট করে কাজ করেছেন রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলে।

# অনুবাদকের কলাম

মহামহিম রবের প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ জ্ঞাপনের পরে সোজাসাপটা এই বইটির মূল লেখক ড. কারীম আশ শাযিলীর জন্য দুআ' এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রব্বে কারীম তাকে এবং তাঁর আপনজনদেরকে জাযায়ে খায়ের দিন এবং ইসলামের উপর অটল রাখুন। আমীন।

লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় আমরা এই বইতে উল্লেখ করেছি। লেখকের দারুণ কলাকৌশলীতে রচিত হয়েছে অসংখ্য কিতাব। বক্ষমান গ্রন্থটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, প্রায় অর্ধ মিলিয়ন কপি বিক্রি হওয়া এবং বহুল ভাষায় অনূদিত হওয়া একটি পাণ্ডুলিপির অনুবাদ। মূল আরবি নাম ছিল *"ইলা হাবিবাইনি"*। নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বাংলায় এর নামকরণ করলাম *"মখমলী ভালোবাসা"*। সত্যি বলতে নামের মাঝেই ফুটে আছে বইটির বিষয়বস্তু। বইটি পড়তে গিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন, এটা বিয়ে সম্পৃক্ত গতানুগতিক ধারায় রচিত কোনো বই নয়। বরং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লিখিত একটি চমকপ্রদ তথ্য এবং নির্দেশনাভিত্তিক বই।

অনুবাদের ব্যাপারে যে কথা না বললে নয় তা হল—এই ময়দানে আমি সম্পূর্ণ নতুন। এ কারণে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা অপরিপক্কতা হয়ত পাঠক লক্ষ্য করবেন। প্রচুর চেষ্টা চালিয়েছি যেন বইটা পড়তে গিয়ে পাঠক কোথাও হোঁচট না খান। মৌলিকের স্বাদ রক্ষার চেষ্টা করেছি। সাথে সহজপাঠ্য হিসেবে বাংলায়নে যথেষ্ট সহজ শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছি।

আমি বিশ্বাস করি, আমার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা প্রদানকারী কেবলমাত্র আমার রব। তাই এই বইয়ের যতটুকু সাফল্য, তার সবটুকুর জন্যেই রবের অপরিসীম শুকরিয়া। এর ভুলটুকু আমার পক্ষ থেকে, সে জন্য প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

এটা কোনো ওহী নয়। তাই ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আর আমরা তো মানুষ! মানুষ তো ভুল থেকেই শেখে। যথাসম্ভব বানানগুলোকেও নির্ভুল রাখার চেষ্টা করেছি। সচেতন পাঠক যদি কোনো স্থানে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি খেয়াল করেন, তবে জানানোর বিনীত অনুরোধ পেশ করছি।

জীবন যেমন ফুলশোভিত নয়, কিছু বন্ধুরতাও আছে; তেমনই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কাটা আছে। শুধু প্রেম- ভালোবাসা, আদর-সোহাগ আর রোমান্টিকতার স্বপ্ন যারা বুনতে থাকে, তাদের উচিত মুদ্রার অপর পিঠে অবস্থিত দুঃখ-বেদনা, সবর আর পরীক্ষার পাঠ শিখে নেওয়া। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আপনার জীবন আপনার হাতে, তাই আপনাকেই এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সুচারুরূপে। গল্প-উপন্যাসে ভালোবাসার যে পাঠ পড়ানো হয়, তা কেবল ভোগের। কিন্তু ভালোবাসা ত্যাগের নাম। সুখী সংসার একটি স্বপ্নের নাম হলেও এর বিপরীতে আরেকটি বাস্তবতা আছে, স্বপ্ন ভাঙার ঘটনা আছে! তাই আপনাকে সাবধান হতে হবে। প্রতি পদে পা ফেলতে হবে বুঝে বুঝে। ভালোবাসা কখনও কখনও হেকমতের উপর টিকে থাকে। কখনও কখনও আমাদের নির্বুদ্ধিতা তাকে গলা চিপে ধরে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে রাখে প্রিয় সঙ্গী-সঙ্গীনিকে।

প্রিয় বোন আমার, আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসে না? স্ত্রী হিসেবে আপনাকে গন্য করে না? কিংবা প্রিয় ভাই, আপনার স্ত্রীর মন আপনি জয় করতে পারছেন না? স্ত্রীর থেকে ভালোবাসা পাচ্ছেন না? সংসার জীবনে আপনার বিতৃষ্ণা এসে গেছে? দম বন্ধ হয়ে আসছে একঘেয়ে জীবনে?

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে মনে করুন এই বইটি আপনার জন্যেই। এ বইটি দাম্পত্য জীবনের সাথে জড়িত। সহজ ভাষায় কিছু পথ, পদ্ধতি এবং কিছু সমাধান এখানে দেওয়া হয়েছে। জানি আমার মুখের কথায় তো আর আপনার মনে ভালোবাসা জাগবে না, তবে আমি এতটুক বলতে পারি—আপনার সুখের পথের অন্তঃরায় একটা "কিন্তু" নামক প্রশ্নের যে কাটা রয়েছে, সেটা দূর হয়ে যাবে। লুপ্ত হতে হতে আপনার ভেতরের যে ভালোবাসা হারিয়ে যেতে চলেছে, তা পুনরায় জাগ্রত হবে। জীবনকে নতুন করে বুঝতে পারবেন। সঙ্গীর সাথে চলার এক ভিন্ন পথ আবিষ্কার করে আপনি নিজেই অভিভূত হবেন।

আপনাদের কারো জীবনের বাঁকে যদি এক ফোটা সূকুন আসে, অশান্তির দাবদাহে পোড়া অন্তরে যদি ভালোবাসার বর্ষা আসে, যদি কোনো এক মন কেমনের ক্ষণে সঙ্গীর মান ভাঙিয়ে আপনাদের চোখে অভিমানী হাসি ভাসে—তবেই আমার এই প্রচেষ্টা সফল।

প্রিয় পাঠক, আপনার দুআ'য় আমাকে সব সময় শামিল রাখবেন। এবার তাহলে আর দেরি না করে চলুন আমরা এক ভিন্ন সফরের পথিক হই। জানাকেই না হয় একটু নতুন করে জানি। ভালোবাসার মখমলী কথোপকথনে ডুবে যাই কিছু সময়।

দুআর মুখাপেক্ষী
**রুকাইয়া মাবরুরা**
ষোলো | জুলাই | দুই হাজার একুশ।
কোতোয়ালি, সদর, যশোর।
অভিযোগবাক্সঃ
ইমেইল- rukayabintesharif@gmail.com
ফেসবুক আইডি লিংক—https://www.facebook.com/RMabrura
প্রকাশনীর ইমেইল- raiyaanprokashon@gmail.com

# ভূমিকা

আল্লাহর জন্যই সকল কৃতজ্ঞদের প্রশংসা। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোচ্চ সম্মানিত নবীগণের উপর। শুরু করছি সর্বোত্তম বাণী; জগতের রবের বাণীর মাধ্যমে।

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

*অর্থঃ অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ পাক এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।*[১]

ভালোবাসা—শব্দটি কত নিষ্পাপ, কত পবিত্র আর কত গভীর তার আবেদন!

ভালোবাসা শব্দটি হয়ত বলা হয়ে যায়। কিন্তু গভীরে লুকিয়ে থাকা অজস্র রহস্য অব্যক্তই রয়ে যায়। মাপা হয় না তার পরিধি। ছোঁয়া যায় না তার অতলতা।

প্রেমিকদের অভিধানে ভালোবাসা হচ্ছে—নিষ্ঠা, নির্মলতা আর স্বচ্ছতার নাম। ভালোবাসা একটি মেসেজ, একটি সূচনা। ভালোবাসা—জীবনের গতিময়তা অথবা অভেদ্য রহস্য।

ভালোবাসা আত্মার খোরাক বরং যেন তা অস্তিত্বেরই উপাদান। ভালোবাসা একটি আলোকিত জীবনের সোপান। একটি প্রাণবন্ত হৃদয়ের উচ্ছাস। যে ভালোবাসা চুরমার করে দেয় সহস্রকাল দাঁড়িয়ে থাকা অভিমানের প্রাচীর, মুছে দেয় শতবছরে জমে যাওয়া সীমাহীন পাপের কালি।

ভালোবাসা না থাকলে দেখা যেত না দু'ডালের মাঝে প্রেমের অনুরণন। হরিণির প্রতি হরিণের মায়া। জমিনের পিপাসা মেটাতে মেঘেদের কান্না। বসন্তের রঙ দেখে প্রকৃতির মুচকি হাসি। এতকিছুর মাঝে দাম্পত্যের ভালোবাসাই হলো আসল প্রেম।

যে কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন—তোমরা দুই বিবাহিত জুটির মত ভালোবাসা আর কোথাও খুঁজে পাবে না।[২]

---

[১] (সূরা আর রাদ। আয়াতঃ ১৭)

[২] মুসলিম শরীফ

তবে হ্যাঁ। ভালোবাসার চাদর মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকা কপট লোকেরও অভাব নেই। তারা এই ফুলটার রূপ নিজেদের মত করে দেয়। ভালোবাসাকে বানিয়ে নেয় সাময়িক লালসা পূরনের সিঁড়ি। ওদের ভালোবাসা ওদের অশ্লীল বইপুস্তক, সিনেমা, গান, কল্পকাহিনির প্রতিপাদ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এসব পরজীবী লোকদের কারণে ভালোবাসার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি! এ ফুলের গোলাপি সুবাস মিইয়ে যায়নি অশ্লীলতার পঁচা গন্ধে। আধাঁরে হারিয়ে যায়নি এই নিটোল জোসনা। আঁচড় লাগেনি এই উর্বশী তরুনীর রেশমী ওষ্ঠদ্বয়ে। কমেনি স্ফীত বক্ষের পরিধি।

বরং ভালোবাসা যেন সুশীতল মেঘমালা। খোদাপ্রেমী দু'টো প্রাণ যেন ছায়ায় বসে এঁকে নিচ্ছে—দীর্ঘ সফরের মানচিত্র।

এবার আসি বইয়ের কথায়। ভালোবাসার কূলহীন সমুদ্রে অবগাহন করাতে, এ আয়োজনকে শাস্ত্রজ্ঞের পাঠ বলা না গেলেও—এখানে কালির হরফে জমা হয়েছে পারিবারিক যাপিত জীবনের কিছু কলাকৌশল। আশ্রিত হয়েছে পোড়খাওয়া দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝুলি।

ফিকাহ বা দর্শনের পাঠ না হলেও—চর্চিত হয়েছে পারিবারিক জীবনে ইসলামি শরীয়তের মাধুর্য। হৃদয়ের গভীরে খনন করে তুলে আনা হয়েছে-মনোবিজ্ঞানের হারিয়ে যাওয়া সব রহস্য।

ধরুন, গোমড়ামুখে বসে আছে দুটো দেহ। শত অভিমান আর অভিযোগের পাহাড় জমে গেছে হৃদয়ের কোটরে। অথবা বরফে জমে আছে গিরিপথ। বহুদিন আগে পড়া বইটির দুটো লাইন মনে পড়ে গেল—হঠাৎ সমান হয়ে গেল কপালের ভাঁজ। চকচক করে উঠল মুখাবয়ব। গলে গেল খানিকটা বরফ। অথবা সরে গেল পাহাড়ের দেয়াল।

কেমন হবে পরিবেশটা একটু ভেবে দেখুন। আর এতেই আমাদের দু'লাইনের স্বার্থকতা।

আয়াতে কুরআন, হাদীসে রাসূলুল্লাহ, কাব্য এবং প্রজ্ঞাবচন—এসব ফুলের প্রতিটি কলিই ফুঁটেছে এই দু'মলাটের বুকে। তৃষিত প্রাণের হৃদয় যেন অতৃপ্ত না থাকে। জীবনের উত্থান-পতনে দু'টো হৃদয় যেন পেয়ে যায় আঁধারে আলো অথবা সফরের পাথেয়। স্পষ্ট হয়ে যায় যেন কোমলতা আর কঠোরতার অমোঘ পার্থক্য।

বইটির শেষ টেনেছি আমরা ইমানের মোহর দিয়ে—যা আমাদের উভয় জীবনেরই সফলতার সোপান। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস যত অগাধ হবে, সৃষ্টির ভালোবাসাও ততটাই হৃদয়ে আসন গেড়ে নিবে।

তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রচেষ্টা তথ্যগত সমাধান দেওয়া। মননশীলতা আর দ্বীনচর্চার উপরেই আমাদের এই প্রচেষ্টার ভিত্তি। তাই সব সমাধানই সবার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত যেমন হবে না, তেমনি পরিশুদ্ধ আর কপটতামুক্ত হৃদয় ব্যতীত কখনওই ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

কবির ভাষায় বলি,

*যদি না থাকে ভালোবাসা বুকে,*

*নেই কোনো দাম সে ভালোবাসার,*

*কসম! যা থাকে শুধুই মুখে!*

তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই আগে নিজের নিয়ত মেপে নিতে হবে। উভয়ে উভয়ের প্রতিটি কাজকে মূল্যায়ন করার মানসিকতা লালন করতে হবে। বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায়—রবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে রাখতে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

"তোমাদের উভয়ের লজ্জাস্থানেও রয়েছে সদকার সওয়াব। মুখে তুলে দেওয়া খাবারের লোকমায় রয়েছে সাদকার সওয়াব।"[৩]

আমরা আশা করতে পারি, দু'মলাটের এ সফর অবশ্যই উপভোগ্য হবে। বইটি হাতে নিয়েছেন মানেই আপনি সফলতা আর সৌভাগ্যের প্রচেষ্টাতে সবটুকু দিয়ে চলেছেন। চলুন শুরু করা যাক আল্লাহর নামে।

[৩] সহিহ মুসলিম : ২:৬৯৭

> প্রেমের পরিচয় যারা চিনেছে সৌভাগ্য তাদেরই। আর যারা পথ হারিয়েছে তারা বড্ড দুর্ভাগা।

# প্রথম অধ্যায়

# আদম-হাওয়ার প্রেম

সেদিন এক ভাই সারাদিনের কাজ থেকে একটু নিস্তার পেয়ে বলে উঠলেন,

- বউটা সেই বসে আছে আমার অপেক্ষায়। আর কতক্ষণ ভাই?

মুচকি হেসে বললাম, ``অপেক্ষা করেন ভাই, অপেক্ষা করেন। মাত্র ঘন্টাখানেক আছে, তারপর তো ফিরছেনই! বাহ! আল্লাহ তাআ'লা আপনাদের ভালোবাসা চির অটুট রাখুন এই দুআ'ই করি।"

একটু আগ বেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আমি খেয়াল করছি আপনাদের বিয়ের এই যে পাঁচ বছর হয়ে গেল, অথচ ভালোবাসার অনুভূতি আপনার কাছে সেই কাঁচা গোলাপের মতই রয়ে গেছে। দু'জনার বোঝাপড়া যেন চাঁদ আর সূর্যের নিয়মেই বাঁধা। রঙ, ঘ্রাণ, আলো কিংবা জ্যোৎস্নায় কোনো পরিবর্তন নেই! বলবেন আমাকে একটু—এর রহস্যটা কী?"

প্রশ্ন শুনে তিনি ঠোঁঠ টিপে একটা হাসি দিলেন। স্মৃতির আয়নায় চোখ মেলে বলতে লাগলেন—ভাইজান! কাহিনী অন্য দশটি দম্পতির চে' খুব বেশি যে কিছু, তা কিন্তু নয়। তবে এক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট পরীক্ষার জাল কেটে বের হতে হয়েছে।

বিয়েটা আমাদের সামাজিকভাবেই হয়েছিল। আম্মি কন্যা দেখে এলেন। নীতি অনুযায়ী এরপর আমি নিজেও দেখলাম। ইস্তেখারা হল। মনে লেগে গেল। ব্যাস! ইতি হল আমার নিঃসঙ্গ সফরের। এর সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই আমরা এক ছাদের নীচে আবাস গড়ে নিলাম। ভালোই চলছিল, তবে ভালো সময়ের স্থায়িত্ব খুব কমই হয়ে থাকে। এরপর মুখোমুখি হতে থাকলাম চতুর্মুখী বাস্তবতার...."

মনে হল ওর এই বাক্য থেকে সব বুঝে নিলেই ও তৃপ্তি পায়। তারপরও খানিকটা চুপ থেকে স্পষ্টই বলে ফেলল, "ভালোবাসার কত গুণ শুনেছি, ভালোবাসার জলকালিতে মেতে ওঠার কত স্বপ্ন দেখেছি—এ যাবৎ তার কিছুই আমি পাইনি। বিয়ের আগে রোমান্টিকতার কত ভাবনায় ডুবেছি! দু'টো হৃদয় প্রেমের মোহনায় মিলে যাওয়া, ভালোবাসার ছোঁয়ায় লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে যাওয়া —সবই যেন মরীচিকা হয়ে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল—বিয়ের ব্যাপারে কি তাড়াহুড়োই করে ফেললাম, নাকি সঙ্গী নির্বাচনে ভুল হয়ে গেল?

তবে ভেতর থেকে কে যেন বলতে লাগল—আর ক'টা দিন দেখতে তো পার। নিজের বোধটাকে খাটাও। আল্লাহ তাআ'লার কাছে কল্যানকামী কখনও লজ্জিত

হয় না। পরামর্শ করে কাজ করলে কেউ ব্যর্থ হয় না। তুমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ। বাকি সফলতা এনে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তাআ'লার।

চরম অস্বস্তি আর পেরেশানী। ওযু করে দাঁড়িয়ে গেলাম রবের সমীপে। দু'রাকাত নামাজ আদায় করে চোখের বাঁধ ভেঙে কাকুতি মিনতি করে মালিকের কাছে বললাম, "আমার মালিক! আমার রব! একটু নিস্তার দাও! এই অশান্তির অনল থেকে আমাকে বাঁচাও! ভালোবাসার মখমলে মুড়িয়ে হৃদয়কে প্রশান্ত করে দাও!"

এরপর একটা কলম ও কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে একাকী একটা জায়গায় চলে গেলাম। পৃষ্ঠাগুলোয় বেশ কিছু প্রশ্ন লিখে তারপর স্পষ্টভাবে সেগুলোর জবাবও লিখলাম।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল, এমন কী কী গুণ—যা আমি জীবনসঙ্গিনীর মাঝে কামনা করতাম? এখানে দশটি গুণ লিখলাম যা আগে আমি কল্পনা করতাম।

এরপরের প্রশ্নটি লিখলাম, আমার কাঙ্ক্ষিত এই দশটি গুণের কয়টি আমার স্ত্রীর মাঝে বিদ্যমান?

আল্লাহ তাআ'লার কসম ভাই! দশটি গুণের আটটি গুণই আমি আমার স্ত্রীর মাঝে খুঁজে পেলাম। আর তখনই বুঝতে পারলাম আমি এক কঠিন ধোঁয়াশার শিকার হয়েছিলাম। কেউ এসে যেন আমার ভাবনার আঁধারে আলো জ্বেলে দিল। এই সৌভাগ্যের অনুভূতি আমার হৃদয়ের বদ্ধতা খুলে দিল। স্ত্রীকে রবের দেওয়া নেয়ামত হিসেবে উপলব্ধি করতে পারিনি, এই ভেবে নিজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হল।

নফসকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, তুমি স্ত্রীকে কী হিসেবে কামনা করছ? একেবারে সকল গুণের ভান্ডার? আরে সেটা তো কেবল আল্লাহ চাইলে জান্নাতেই হবে। তুমি কি.....চাও! তাহলে মনে রেখ, তুমি নিজের দুর্ভাগ্য নিজ হাতে সঞ্চয় করছ! তুমি একজন নিরাপরাধ নারীকে শাস্তি দিচ্ছ—যার একটাই অপরাধ, সে তোমাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে?

নফসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলমান কথ্যলড়াইয়ের ফলাফলে মাথায় জেঁকে বসা অসংখ্যা জট নিমিষেই খুলে গেল। আস্তে করে গিয়ে দাঁড়ালাম প্রিয় স্ত্রীর শিয়রে। যেন এই প্রথম ভালোবাসার 'শারাবান তাহুরা' পিয়ে তৃপ্ত হলাম।"

- আচ্ছা! নফসের সাথে এই বৈঠকের পর স্ত্রীর ব্যাপারে আপনার অবস্থান কী, সেটা একটু বলুন।

স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমি যে অনুভূতি কাজে লাগিয়েছি, মনে করি এটাই দাম্পত্য সৌভাগ্যের সোপান। আগে আপনাকে একটা গল্প বলে নেই—এক মানসিক রোগী মনোবিদ ডাক্তারের কাছে এসে অভিযোগ করে বলছে- "ডাক্তার সাব, আমার সমস্যা হল স্ত্রীর প্রতি এখন আর ভালোবাসা জাগে না। আমাদের ভালোবাসা যেন কর্কটের নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। সম্পর্ক যায় যায় অবস্থা। এর একটা বিহিত করুন ডাক্তার সাব!"

ডাক্তার শান্ত গলায় বললেন—ভালো কথা! তবে তোমার চিকিৎসা একটু দীর্ঘমেয়াদি।

-বলুন না কী সেই চিকিৎসা। সোৎসাহে বলে উঠে পেশেন্ট।
-তুমি স্ত্রীকে খুব বেশি ভালোবাসতে থাকো। আপাতত এটাই তোমার চিকিৎসা।

রোগী বিদ্রুপাত্মক সুরে চিল্লিয়ে বলতে লাগল, "আরে ডাক্তারমশাই! আমি তো আপনার কাছে এসেছি আমাদের মাঝে ভালোবাসা নেই— এই অভিযোগ নিয়েই। অথচ আপনি কিনা বলছেন স্ত্রীকে ভালোবাসো। এতই যখন পারবেন না, তো আপনার কাছে এসে আমার কাজ কী!"

-সমাধান বললাম তো, তুমি স্ত্রীকে বেশি করে ভালোবাসো।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পেশেন্ট বলল, আরে ডাক্তার সাব! আপনার উদ্দেশ্যটা কী একটু বলবে? চিকিৎসা দিতে না পারলে আমার ভিজিট এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও।

-তবে রে! আচ্ছা এবার বল, ইতিপূর্বে কখনও নিজ স্ত্রীকে ভালোবেসেছো?
-শুধু কি ভালোবাসাই? বরং গভীর প্রেম আর বন্ধুত্ব ছিল দু'জনার মাঝে।
-তো এই প্রেম টিকিয়ে রাখতে তুমি কী কী করতে?

-কত কিছুই তো করেছি—কখনও তার পছন্দের গিফট এনে চমকে দিয়েছি। সুযোগ পেলেই ঘুরতে বেরিয়েছি। নিরিবিলি একাকি বসে দু'জন সমুদ্রবিলাস করেছি অথবা জোসনার আলোয় ডুবে রাতের খাবার খাওয়া—এসব কিছুই করতে বাদ রাখিনি।

-হ্যাঁ! আমি এটাই বলছি। তুমি নতুন করে আবার এই কাজগুলো শুরু করো। হৃদয়ের উত্তাপ মিশিয়ে ক'টা মাস এভাবেই করতে থাকো।

পেশেন্ট চলে গেল। মাসও কয়েকটা পার হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন সেই পেশেন্ট উৎফুল্ল মনে ছুটে এল। ডাক্তারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতে লাগল, "ডাক্তার

সাব, ডাক্তার সাব! আমাদের ভালোবাসার ফুল আবার জেগে উঠেছে। আগের মতোই দু'জনে দু'জনার প্রেম খুঁজে পেয়েছি।"

এই গল্পটাই আমার দাম্পত্য সম্পর্কের রহস্য হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছে। দু'জনার প্রেমের আগুন নতুন করে প্রজ্জ্বলিত করেছে।

-তাহলে কী তুমি বলতে চাচ্ছো— ভালোবাসা নিয়মিত পরিচর্যার বিষয়। আর আমরা বিভিন্ন গল্প, কবিতা, উপন্যাসে যে রোমান্টিকতার বুলি কপচাতে দেখি— এসব হাওয়াই মিঠাই?

জবাব দিল— সবচে' বড় যে বাস্তবতাটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এবং যেটা আমার এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনকে তরতজা সুখি করে করে রেখেছে তা হলো— ভালোবাসার সংজ্ঞা বুঝতে পারা। বুঝেছি-ওটা পরিচর্যা, ছাড় দেওয়া ও পরস্পরকে বুঝে চলার নাম। "তুমি দিলে আমি দিব"— এই নিয়ম এখানে চলে না।

> সৌভাগ্যের নিবাস যখন তোমার নিজের ঘরে, কাকেদের শহর তবে তোমার কী?

> স্বামী ক্যামেরাম্যান এর মত—সরাক্ষণ স্ত্রীর মুখে মুচকি হাসি কামনা করে।

# দাম্পত্যজীবনঃ উপমাময় এক অধ্যায়

> *ভালোবাসা নিজে কখনও একটি সুখি দাম্পত্য জীবন গড়ে দিতে পারে না। বরং হৃদয়ের আলোড়ন তাকে সুখ এনে দিতে বাধ্য করে।*

*ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরই এর কেন্দ্রবিন্দু। আর বিয়ে হল সামাজিক রীতিসিদ্ধ একটি সম্পর্ক। তা পরিচালিত হয় বিবেকের বাগডোরে। মনে রাখতে হবে অন্তর আর বিবেকের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বৈরীতার দেয়াল বাঁধ সাধে।*

*তাই ভালোবাসার পাশাপাশি দয়া, ছাড় দেওয়া, আন্তরিকতাবোধ না থাকলে সেই দাম্পত্য জীবন কখনওই সুখি ও আদর্শবান হতে পারে না।)*

ভালোবাসার আলাপ এখানে তোলার কারণ হল—একটি সুখি দাম্পত্য জীবনাচার তৈরীর প্রধান কারিগরই হল প্রেম বা ভালোবাসা। হ্যাঁ, প্রধানই বলতে হবে, তবে একমাত্র নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> অর্থঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৪]

যে বিষয়টি এই আয়াত থেকে উপলব্ধির তা হল—আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বৈবাহিক পরিণয়ের জন্য দু'টি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এক. মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা)।

দুই. রহমাহ (দয়া)।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, মাওয়াদ্দাহ'র অর্থ হল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা। আর রহমাহ'র ব্যাখ্যা হল স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রী কোনো ধরণের মন্দের শিকার না হওয়া।[৫]

---

[৪] সূরা রূম ২১।

[৫] আল জামে' লিআহকামিল কুরআন।

'রহমাহ' বলতে এখানে 'স্বাভাবিক সহানুভূতি' প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। এটা তো একটা মানবীয় অবস্থা ; নরম দিল চরিত্রবান যেকোন মানুষের পক্ষ হতে এটা যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেতে পারে।[৬]

দাম্পত্যের 'রহমাহ' আলাদা জিনিস। যদিও আমরা বিশ্বাস করি ভালোবাসা দাম্পত্য জীবনের একটা অভেদ্য রহস্য। তারপরেও বিবাহ এবং ভালোবাসার পার্থক্যটা আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে।

ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরই এর কেন্দ্রবিন্দু। আর বিয়ে হল সামাজিক রীতিসিদ্ধ একটি সম্পর্ক। তা পরিচালিত হয় বিবেকের বাগডোরে। মনে রাখতে হবে অন্তর আর বিবেকের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বৈরীতার দেয়াল বাঁধ সাধে।

ভালোবাসা আবেগ সৌহার্দ্যে অন্তরঙ্গতার কাঁচামালে তৈরী এক বিশেষ অনুভূতি, যার পালকে ভর করে প্রেমিকেরা অবাধে উড়ে বেড়ায় মেঘে মেঘে কিংবা ডুব দেয় রঙিন স্বপ্নসমুদ্রে।

আর বিয়ে হল সামাজিক একটি বন্ধন যেখানে রয়েছে হাজারো নীতির বেড়াজাল। শত দায়িত্বপালন আর জবাবদিহিতার পসরা জমে থাকে তার চারপাশে। কোনো দায়িত্বে অবহেলা হলেই জীবনে নামতে থাকে দুর্বিষহ যাতনা। সম্পর্কের মাত্রা নীচে নামতে থাকে। তখনই দাম্পত্যের দাঁড়িপাল্লায় প্রয়োজন হয় 'মাওয়াদ্দাহ'র; ভালোবাসার, অন্তরঙ্গতার। ছাড় দেওয়া মন-মানসিকতার।

আমরা দেখতে পাই, এই সময়টাতে উল্লেখিত গুণগুলো প্রেমের মৃত চারাকেও সিঞ্চন করে বাঁচিয়ে তোলে। জীবনের হাজার কাঁটার পথেও মখমল হয়ে থাকে।

এরপর একটা সময় আসে- ভালোবাসাতেও কাজ হয় না। ছাড় দেওয়াতেও স্বার্থের গন্ধ অনুভূত হয়। তখনই কাজ দেয় কুরআনে বর্ণিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য- 'রহমাহ'। এটা থেমে যেতে চাওয়া যাপিত জীবন চাকাকে কিছুটা হলেও সচল রাখে।

একবার উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট এক লোক এসে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইল। আমীরুল মুমিনীন জিজ্ঞেস করলেন, কারণ কী? লোকটি বলল 'তাকে এখন ইচ্ছে করলেও ভালোবাসতে পারি না। খলিফা রেগে গিয়ে বললেন, "আরে তুমি নিজের বাড়িটার দিকে তাকিয়েও তো শিক্ষা নিতে পার। বাড়িটা নিশ্চয় তুমি ভালোবেসেই বানিয়েছিলে। আর এখনও তা ভালোবেসেই রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছ। তাহলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তুমি কেনো পারবে না?"

[৬] কাযায়াল মারআহ বাইনাত তাকা-লীদির রাকিদাতি ওয়াল ওয়াফিদাতি।

দাম্পত্য জীবন ঠুনকো কোনো আবেগ নয়। উপন্যাসের পাতায় আঁকা প্রকৃতির চিত্র বা গানের সুরে বয়ে যাওয়া খড়কুটো নয়। সুদীর্ঘ এক সিঁড়ির নাম দাম্পত্য—যার প্রতিটি ধাপ গড়ে ওঠে যাপিত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের 'মশলা'র কাঁচামালে। নিয়মিত বাড়তে থাকে পরিধি—বিস্তৃতি।

এ জীবনটা নিয়ে আসলেই ব্যাপকভাবে চিন্তা করা উচিত। এখানে অর্জনীয়—বর্জনীয় অনেক কিছুই থাকে। কিছু হাসি, কিছু কান্না। প্রবল ঝড়ের মাঝেও টিকে থেকে উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে সটান বুকে জীবন তরী চালিয়ে যাওয়া। প্রলয়ংকারী ঝড়ের মুখেও টিকে থাকার সাহস না হলে এ সমুদ্র পাড়ি দেওয়া কঠিনই হয়ে থাকে। আর ঝড় থামিয়ে দেওয়ার অলৌকিক জিয়নকাঠি হল, কুরআনে বর্ণিত দুই গুণ—'মাওয়াদ্দাহ' ও 'রহমাহ'।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থঃ *তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে অস্বস্তিবোধ করো তাহলে মনে রেখো, তোমরা তো কতকিছুই অপছন্দ করো কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাতে রেখেছেন কল্যান।*[৭]

দৃষ্টিপাত -

মুতানাব্বী বলেন,
*"বুঝে শুনে ভালোবাসা অল্প হলেও ভালো।*
*মূর্খের ভালোবাসা অনেক হলেও টলমল।"*

> *সৌন্দর্যের পরিমাপ করা নিষেধ। কিন্তু তাতে কী! এখানে তোমাকে দিয়েই সৌন্দর্য মাপা হয়।*

[৭] সূরা নিসা : ১৯

# ভালোবাসাঃ নীতিহীন ঝর্ণা ধারা

অনেক স্ত্রীরই অভিযোগ—তার স্বামী নিজের ইচ্ছে না হলে কখনও ভালোবাসার কথা বলে না। সারাদিন খাটার পর যে বেলায় আর প্রেমবিলাসের শখ থাকে না অথবা প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে আসে তখন বলে 'এবার একটু বিশ্রাম নাও।

এই যে, এই ধরণের আচরণগুলোই ভালোবাসার কোমল দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। ভালোবাসাটা যদি ভালোবাসার বিনিময়েই হতে হয় তাহলে সেটা কোনো ভালোবাসাই নয়—কেবল কিছু আবেগের আদান প্রদান মাত্র।

ভালোবাসার চরিত্র হতে হয় বিশাল আকাশের মত—সীমাহীন, শ্রাবণের জলধারার মত—মহা উদার। ভালোবাসা যদি পণ্যে পরিণত হয় তাহলে অর্থের অভাবে তা কখনও অবিক্রিতই থেকে যায়।

একজন প্রেমিক স্বামী সুদিনে যেমন ভালোবাসা বিলায়, দুঃখের দিনেও তেমন বিলাতে সংকোচ করতে পারে না। একট ঘটনা বলি—" মারইয়াম। বিয়ের বছর পার হয়েছে ওর। কোলজুড়ে উদিত হয়েছে নতুন চাঁদ। প্রাণের স্বামী ইমাদ ইদানিং কোথায় উধাও হয়ে যায়। সারাদিন কাজের ধকল পার করে এসে বাচ্চার চিল্লাপাল্লা- শোরগোল নাকি তার সহ্য হয় না।

মারইয়াম ইতিউতি করে খুঁজে বেড়ায়; ভাবে—লোকটির বুকে কি কোনো হৃদয় নেই; বিয়ে হয়েছে, ভালোবাসা 'বিনিময়'ও চলে, তবে কেমন যেন পরিমিত, প্রয়োজনমত। এখন এতটুকুতে কি পোষায়? নারী মনের উত্তাপ কেন ছুঁতে পারে না এই পাষাণের হৃদয়ে!

একদিন মারইয়াম কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু কান্নার কোনো কারণ নেই।

- আরে মারইয়াম, তুমি কাঁদছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- নিজেকে সামলানোর দায়িত্ব নিজেই নিয়েছি। তোমাকে একটুও কাছে পাই না—রাজ্যভরা দুঃখ মারইয়ামের কপালজুড়ে।

- আশ্চর্য! সবকাজেই তো আমি তোমার সাথে থাকছি, তাহলে কীভাবে নিজেকে একা ভাবছো?

- মিথ্যা কথা! তুমি একটুও আমার সাথে থাকো না। তোমার দেহটা কখনও থাকলেও তোমার অনুভূতি আমাকে ছোঁয় না। কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে তোমার মজবুত পেশী আমাকে রক্ষা করে না।

প্রিয়তম! একটু শুনো না! আমি তোমাকে খুব করে কাছে পেতে চাই! কাঁধে হাত রেখে হিমালয় পেরুতে তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই। তোমার বুকে আগলে রাখার আবেদনটুকুরেও কি অনধিকারচর্চা মনে করবে?

তোমার আলিঙ্গনের উত্তাপে আমি বৃষ্টি হয়ে ঝরতে চাই। আমি চিরবন্দিনী হয়ে থাকতে চাই তোমার প্রেমের বাগডোরে। তুমি এই ভঙ্গুর যাত্রাপথের একমাত্র সহায়। তবে কেন আমার সহায়তায় কার্পণ্য করছো?

ইমাদের চোখে ভীষণ অপরাধবোধ। বুঝতে পারে, কতটা অনুভূতিহীন সেচ্ছাচারিতায় ডুবে আছে সে। একটা মেয়েকে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড় করিয়ে আত্মনিমগ্নতায় কতটা মত্ত হয়ে গিয়েছে। বাচ্চা প্রসবের পর এতশত ঝামেলার ভেতর বাড়ির পরিবেশ মোটেও অনুকূল ছিল না মারইয়ামের জন্য। এসব জেনেও সে মারইয়ামকে একাকিত্ব আর যন্ত্রণার গ্রাস বানিয়ে রেখেছিল।

বড্ড অনুতাপে অতীতের স্মৃতিতে ভাসছে—শুরুর দিনগুলো কতটা স্মৃতিময়। হৃদয়ের পাটাতনে আছড়ে পড়া ভালোবাসার সে কী মাদকতা! হাতে হাত ধরে কত পথ পাড়ি দেওয়া। অথচ আজ কঠিন দিনগুলোতে প্রেমের সৈকত যেন বড্ড বিতৃষ্ণা প্রয়োজনের সময়টাতে তাকে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে একা ছেড়ে দিয়েছে!

পাঠক আপনি হয়ত বলতে পারেন, "মাতৃত্ব আর সন্তান লালনপালন এটা তো নারীর প্রাকৃতিক দায়িত্ব-কর্তব্য। এর বিপরীতে সারাদিনের কাজের ধকল, ক্লান্তি-ক্লেশের পরে আবার তাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়াই লাগবে! একটু আরাম পাওয়ার অধিকার কি আমার নেই?"

তাহলে শুনুন, যে ঘরে ভালোবাসা দাড়িপাল্লায় মেপে বিতরণ করা হয়, সে ঘরে সুখের কবর রচিত হয়। কারণ সবাই তখন নিজের সুখকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। স্বামী নিজের সুখটা বড় করে দেখে আর স্ত্রীও তারটা—এভাবে ভালোবাসা অব্দি পৌঁছানোর সুযোগ আর কারো হয়ে ওঠে না। এই পারস্পরিক আন্তরিকাতাবোধ, প্রাধান্যবোধ যদি হৃদয়ে বসত গড়তে পারে তাহলে তখন কংকরময় পথও মখমল মনে হয়। হাজার ঝঞ্ঝা- বায়ু কাউকে টলাতে পারে না।

ভালোবাসার খাঁটি অনুভূতি অন্তরে লালন করেই শুধু সুখ মেলে না। 'আই লাভ ইউ' শব্দটির যদিও এক যাদুময়ী প্রভাব আছে, তবে এটা বললেই ভালোবাসার হক আদায় হয়ে যায় না। বরং নিয়তে পরিশুদ্ধি ও দাবির সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কাজ করে দেখাতে হয়।

ডক্টর হার্লি বলেন, "প্রত্যেকটি দম্পতির বোঝা উচিত দাম্পত্যের ব্যাপারে দু'টি হৃদয় সন্দেহ-সংশয়হীন থাকার পরেও কেন সাংসারিক অসহিষ্ণুতা ঠেকানো যায় না?

আমরা একটি কথা সবাই ভাবি যে দাম্পত্য সম্পর্ক আমাদের প্রয়োজন পুরা করতে সক্ষম হয়েছে কি না? আসলে প্রশ্নটা স্বামীর আগে করা উচিত, সে তার পার্টনারের প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সফল হয়েছে? কারণ এ কয়টি প্রশ্নের উপলব্ধি ও সমাধানের মাধ্যমে একটা সুখী, সমৃদ্ধ, ভারসাম্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন অর্জন করা সম্ভব।

> *মর্যাদা যাকে উঁচু করে হিংসা তার কিছুই করতে পারে না। তবে যার রাগ বেশি সে কখনও উচ্চ-মর্যাদাও ছুঁতে পারে না।*

> *ভালোবাসা যত বাড়ে ভয়ও তত বাড়ে। কখন জানি ভালোবাসার মানুষটা কষ্ট পেয়ে বসে।*